



50024 - রমযান মাসে ও অন্য যবে কোন মাসে ইতকিফ করা যতে পার

প্রশ্ন

ইতকিফ কযি কনে সময় অনুষ্ঠতি হতে পারে; নাকি রমযান ছাড়া ইতকিফ করা যায় না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

বছরে যবে কোন সময় ইতকিফ করা সুন্নত; সটো রমযানের মধ্যে হোক অথবা রমযানের বাইরে হোক। এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়, ইতকিফ সংক্রান্ত সাধারণ দলিলগুলো থেকে; যগুলো রমযান মাস ও অন্য যবে কোন মাসকে শামলি করে। দেখুন [48999](#) নং ফতোয়া।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৫০১) বলেন:

ইতকিফ একটা সুন্নত ইবাদত। যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যবে, শুধুমাত্র মান্নতরে কারণে ইতকিফ ফরজ হতে পারে। বেশি বেশি ইতকিফ করা মুস্তাহাব। রমযানের শেষে দশদিন ইতকিফ করা মুস্তাহাব; এ সময়ে এর মুস্তাহাব হওয়াটা আরও জোরদার হয়।

তনি আরও (৬/৫১৪) বলেন:

সর্বোত্তম ইতকিফ হলো- রোযার সাথে যবে ইতকিফ; রমযান মাসের ইতকিফ; রমযানের শেষে দশদিনের ইতকিফ। সমাপ্ত

আলবানি তাঁর 'কয়ামু রমযান' গ্রন্থে বলেন:

ইতকিফ রমযানে ও রমযানের বাইরে বছরে যবে কোন সময় পালন করা সুন্নত। এ বিষয়ে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “যখন তোমরা মসজিদে ইতকিফরত থাক”। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতকিফের ব্যাপারে সহহি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং সলফে সালহীনদের থেকে মুতাওয়াতির রওয়ায়তে এসছে।

উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, জাহলৌ যুগে আমি মান্নত করছেলাম যবে, মসজিদে হারামে এক রাত্ৰি ইতকিফ করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সুতরাং তোমার মান্নত পূরণ কর। ফলে তনি এক রাত ইতকিফ করলেন। [বুখারি ও মুসলিম]



আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের ভিত্তিতে রমযানে ইতিকাফ পালনের বধিান জেরদার হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিরমযান মাসে দশদিন ইতিকাফ করতনে। যবে বছর তনিমিারা যান সবে বছর বশিদিন ইতিকাফ করনে।[সহি বুখারি]

রমযানের শেষে দশদিন ইতিকাফ করা সর্বোত্তম ইতিকাফ। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি রমযানের শেষে দশদিন ইতিকাফ করছেন।[সহি বুখারি ও সহি মুসলিমি, সংক্ষপেতি ও সংকলতি]

শাইখ বনি বায তাঁর ফতোয়াসমগ্র (১৫/৪৩৭) তে বলেন:

সন্দহে নহে যবে, মসজদিে ইতিকাফ করা একটা ইবাদত ও আল্লাহর নকৈট্য লাভরে মাধ্যম। রমযানে এ ইবাদত পালন করা অন্য সময় পালন করার চয়ে উত্তম। এটা রমযানে ও রমযানের বাইরে পালন করা যতে পারে।[সংক্ষপেতি]

দখুন: ড. খালদে আল-মুশাইকহি এর ফকিহুল ইতিকাফ, পৃষ্ঠা-৪১।